ইতিহাস

বাংলাদেশে ১৯৫০ সালে মেডিকেল স্বেচ্ছাসেবক এবং সমাজ কর্মীদের মধ্যে পরিবার পরিকল্পনার উদ্যোগ শুরু হয়। ১৯৬৫ সালে পাকিস্তান সরকার বাংলাদেশ তথা পূর্ব পাকিস্তানে পরিবার পরিকল্পনা শুরু করে। ১৯৭৬ সালে বাংলাদেশ সরকার জনসংখ্যা বৃদ্ধিকে দেশের ১ নাম্বার সমস্যা বলে ঘোষণা করে। স্বাধীনতার পর থেকেই এখানে ব্যাপক হারে জনসংখ্যা বাড়ছে। উচ্চ জন্মহার, দ্রব্যমূল্যের বৃদ্ধি এবং অধিক মৃত্যুহারের জন্য এখানে জনসংখ্যা বাড়ছিলো। ১৯৭৫ সালে এখানে জন্মহার ছিলো ৬.৩, কিন্তু ২০১১ সালে তা ২.৩ এ চলে যায়। জরিপে দেখা যায় অধিকাংশ মহিলা দুই বা ততোধিক সন্তান জন্ম দিয়ে থাকেন। ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স অন ফ্যামিলি প্ল্যানিং অনুসারে ২০১১ সাল পর্যন্ত জন্মহার ২.৩ এ স্থির ছিলো।এমনকি মৃত্যুহারও কমে যায়। বাংলাদেশ ডেমোগ্রাফিক হেলথ সার্ভে অনুসারে ২০১৪ সালে দেখা যায় ১৫ থেকে ১৯ বয়সীদের ৩৩% মেয়ে গর্ভবতী। ৬৬% মহিলা ১৯ বছর বয়সী হওয়ার আগেই প্রথম সন্তান প্রসব করে। বাংলাদেশে পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমে জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিল সহায়তা প্রদান করে।